দৈনিক
জনকণ্ঠ

SEP. 05 2006

বঙ্গভঙ্গ মুসলিম জনগোষ্ঠী ও নারী শিক্ষার প্রসারে আনে অভাবিত সুযোগ

আহমেদ নূরে আলম

পূর্ববঙ্গ ও আসামের সাধারণ মানুষের অবস্থার ওপর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সুপ্রভাব ফেলেছিল। তাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির সূচনা হয়েছিল। জমিদার ও রায়ত উভয়েই প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করেছিল। স্বেচ্ছা বিক্রির মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরের পরিমাণ কমে আসছিল। বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও বিশেষ করে যোগাযোগ ও

অজানা তথ্য

আর্কাইভস থেকে

শিক্ষা খাত এবং চট্টগ্রাম বন্দরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। শিক্ষা খাতে বিশেষ করে নারী ও মুসলিম সমাজে অগ্রগতি ছিল 'অভাবিত' ও 'বৈপ্লবিক'। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সরকারের ১৯০৭-'০৮, ১৯০৮-'০৯ ও ১৯০৯-'১০ সালের বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন থেকে বঙ্গভঙ্গের সুফলের তথ্যগুলো জানা যায়। শেরেবাংলা নগরের 'জাতীয় আর্কাইভস ও লাইব্রেরী'র সংগ্রহে এ প্রতিবেদনগুলো রয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণের উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে বাংলা প্রদেশ থেকে পূর্ববঙ্গ অংশকে পৃথক করে ও চীফ কমিশনার শাসিত আসামকে নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয় যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। নবপ্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়

১৯০৫ সালে সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মানচিত্র —জনকণ্ঠ

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। কিন্তু নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে কলকাতাকেন্দ্রিক ধনিক, বণিক, ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট আন্দোলন ভয়ানক সন্ত্রাসী রূপ ধারণ করলে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে সরকার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় যা বঙ্গভঙ্গ রদ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ রদ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় ১৯১২ সালের ১ এপ্রিলে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ পুনরায় বঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে একত্রিত হয়। এক জন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের অধীনে আইন পরিষদ, স্বতন্ত্র রাজস্ব কর্তৃত্ব ও একটি পরিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে নতুন প্রদেশটি গঠিত হয়েছিল। ঢাকা ছিল এর রাজধানী। রাজধানী হিসাবে অবকাঠামো পর্যাপ্ত না হওয়ায় অধিকাংশ সময় প্রদেশের

(৩ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বঙ্গভঙ্গ মুসলিম

(১২-এর পাতার পর)

...লেফটেন্যান্ট গবর্নর শিলংয়েই ...তেন।

...ীয় আর্কাইভস ও লাইব্রেরীর পরিচালক অধ্যাপক ড. ...ফ উদ্দিন আহমেদ বললেন, প্রদেশ গঠনের ফলে ব্রিটিশ ...নের ১৪০ বছরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রথমবারের ...া প্রশাসনিক গুরুত্ব পায়। সরকার বিভিন্ন প্রতিবেদনের ...মে প্রদেশের জনগণের অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ...ত। তাই সরকারের প্রতিবেদনগুলোতে নতুন ...শটির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্যের স্বাক্ষর পাওয়া ...।

...সরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন সম্পর্কে ড. শরীফ উদ্দিন ...মেদ বললেন, এতে প্রশাসন, করদ রাজ্য ও সীমান্ত ...র্ক, আইন, রাজস্ব আদায়, সার্ভে ও সেটলমেন্টস, ভূমি ...র্ড, পুলিশ, বিচার, স্থানীয় সরকার, কৃষি ও শিল্প ...াদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পাবলিক ওয়ার্কস, কর-শুল্ক, ...ত্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় থাকত।

...০৭ সালে 'চলতি বছরটিতে শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি ও ...সারণ ঘটেছে। প্রদেশের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে ৬৫ ...ারেরও বেশি। খুবই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ...ইয়ে পড়া শ্রেণী বিশেষ করে মুসলমানদের। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ...ছাত্রীদের ৪৭ হাজারই হচ্ছে মুসলমান। ১৯০৮ সালে ...ছাত্রী বাড়ে ৮১ হাজারেরও বেশি! শিক্ষায়তনের সংখ্যা ...ড় ১৪১৩টি। এর আগে এ অঞ্চলে এত বেশি শিক্ষার্থী ...শিক্ষালয় বাড়েনি। ১৯১০ সালে বালিকা বিদ্যালয়ে ...ীসংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৮৬,৬৪৪ থেকে বেড়ে ...ছিল ৯২,৪০৪জন। স্কুল ও কলেজে ছাত্রী বৃদ্ধির হার ...৭ দশমিক ৭ শতাংশ। আর তাদের মধ্যে ৪৮ দশমিক ...াগ ছিল মুসলমান।

...বেদনগুলোতে পরবর্তী বছরে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন ...কল্পনারও চিত্র পাওয়া যায়। যেমন ১৯০৭ সালে ...ড়ায় একটি শস্যভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ...শাহী জেলায় ঢাকার 'গেন্ডারি' (আঁখ) চাষ অত্যন্ত ...ল হওয়ায় বগুড়া ও রংপুরেও লাগানো হয়। চালের ...াদন বাড়াতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে সরকারী ...য় সীমিত আকারে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

...ম অধ্যায়েই সংক্ষেপে 'জনগণের অবস্থা' শিরোনামে ...ানো হতো সাধারণ মানুষের 'ম্যাটেরিয়াল কন্ডিশন' ও ...নমিক কন্ডিশন' কেমন ছিল? এতে থাকত কৃষি বিশেষ ...ধান ও পাট উৎপাদন, দ্রব্যমূল্য ও ক্রয়ক্ষমতার কথা। ...ত মনে হয়, সাধারণ মানুষের কৃষিপণ্যভিত্তিক ...নযাত্রার মানকেই ঔপনিবেশিক সরকার গুরুত্বপূর্ণ মনে ...ত। স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ার ফলে সরকারের পক্ষে ...াজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত নেয়াও সম্ভব হয়েছিল।

...লোচ্য তিন বছরে খরা, স্বল্পবৃষ্টি বা বন্যার ফলে ...হাওয়া প্রতিকূল থাকায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত ...ছিল। জনগণের অবস্থা কেমন ছিল এ তিন বছর? ...বেদন থেকে জানা যায়, ১৯০৭-'০৮ সালে ...শস্যের দাম বাড়লেও সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তের ওপর ...পড়েনি। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি কৃষকের হাতে বেশ ...া এনে দেয়। পাটের মূল্য অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। ...০৮-'০৯ সালে রাজশাহী বিভাগে খাদ্যশস্য উৎপাদন কম হওয়াতে কৃষি ঋণ ও রিলিফ কাজের ব্যবস্থা নিতে হয়। অন্যত্র খাদ্যশস্যের দাম পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে কিছু কম থাকলেও তা বেশ উঁচুতেই ছিল। এতে কৃষকের আয় বাড়লেও সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তকে কষ্টভোগ করতে হয়। ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস ও সুদের হারের পতন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ মানুষ অভাব অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। ১৯০৯-'১০ সালে ফসল উৎপাদন খুব ভাল হয়। খাদ্যশস্যের দাম কমে যায়। শস্যের দাম কমলেও উৎপাদন বেশি হওয়ায় চাষী পুষিয়ে নিতে পারে। সীমিত আয়ের লোকদের অবস্থার অত্যন্ত উন্নতি হয়। রাজশাহী বিভাগে খাদ্যাভাবের প্রভাব পুরোপুরি দূর হয়ে যায়। তার ফলে পূর্ববর্তী তিন বছরের তুলনায় জনগণের ম্যাটেরিয়াল কন্ডিশন ভাল ছিল।

১৯০৭-'০৮ সালে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় নয়া সিভিল স্টেশন সম্প্রসারণ ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতির জন্য এবং চট্টগ্রামে একটি সরকারী বাসভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৯টি জাহাজ বেশি প্রবেশ করে। বন্দরের আয় ১৬ দশমিক ৬৭ ভাগ বেড়ে যায়। বন্দরের ইতিহাসে প্রথমবারে ড্রেজিং কাজ হয়। বছরের শুরুতে প্রদেশের ভূমি রেকর্ড ও কৃষি বিভাগকে পৃথক করা হয়।